যুগান্তর

তারিখ ... 07-JUL-2005
পৃষ্ঠা - ৫ ... কলাম ... ১

নারী শিক্ষা কতখানি কাজে লাগছে

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের নারীরা আজও স্বাধীন হয়নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন হয়নি বললেই চলে। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য এখনও প্রকট। বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসা অত্যন্ত বেশি। কিছুদিন আগে একটি পরিসংখ্যানে দেখলাম, বাংলাদেশের ৪৭% নারী তাদের স্বামীদের হাতে কোন না কোনভাবে শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। এমন কোন দিন নেই যেদিন পত্রিকার পাতা খুললে যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, নারী পাচার, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, স্ত্রী নির্যাতন, অপহরণের খবর পাওয়া যায় না। চারদিকে এত নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা, নারীর সমান অধিকারের বুলি; অথচ এর একটিও কি বাস্তবে পরিণত হয়েছে? বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় নারীর ক্ষমতায়ন বা অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কর্মসংস্থানে নারী প্রবেশ করছে খুবই কম। খুব কম পরিবারেই মেয়েরা চাকরি করছে। পরিবারে মেয়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় খুবই কম। অভিভাবকরা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে খুবই তৎপর। এদেশে মেয়েদের লেখাপড়া হচ্ছে বিয়ের জন্য। মেয়েকে কোনমতে লেখাপড়া শিখিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারলেই পিতামাতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। তারপর মেয়ের পড়ালেখার কি হল বা চাকরির কি হল সে খোঁজ রাখেন না। মেয়েরা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হলে বাবা-মা বলেন, 'মানিয়ে চল'। ছেলেদের কখনও শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় না কিংবা মানিয়ে চলতে হয় না। কিন্তু মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সব অনুশাসন ও বিধিনিষেধ মেনে নিতে হয়। আর রক্ষণশীল ধার্মিক পরিবার হলে তো কথাই নেই। সেখানে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এমন অনেক পরিবার দেখেছি যেখানে মেয়েরা তাদের বাবা, ভাই, স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের মুখ দেখেনি, কথা বলা তো দূরের কথা। এরকম পরিবার বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে, শহরে-গ্রামে অনেক রয়েছে। মৌলবাদ নারীর চরম শত্রু। মৌলবাদী ঘোর রক্ষণশীলতা নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে এবং কঠিন অনুশাসনে। সৌদি আরব, ইরান, আফগানিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোয় নারীদের দুরবস্থাই তা প্রমাণ করে। মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার নারীরাই সম্ভবত পৃথিবীর দুরবস্থাকবলিত নারী। বাংলাদেশের সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশে মেয়েরা গাড়ি চালায় না, ট্রাক চালায় না, বাস চালায় না, সাইকেল চালায় না, অফিস-আদালতে কিঞ্চিৎ চাকরি করলেও উচ্চপর্যায়ে ওঠে না। ব্যবসা-বাণিজ্যেও নারীর অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। অংশগ্রহণ করবে কিভাবে? যে মেয়েকে শৈশব থেকে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া এবং ঘরসংসার করার দীক্ষা প্রদান করা হয়, সে মেয়ে কিভাবে চাকরি করবে, ব্যবসা করবে? বিশেষত আমাদের সমাজে। ছেলেমেয়েদের আমাদের সমাজে সমানভাবে গড়ে তোলা হয় না। ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হয় ব্যাট-বল আর মেয়েদের হাতে পুতুল(!)। মেয়েরা ক্রিকেট-ফুটবল খেলে না, সমাজ তাদের খেলতে কোন উৎসাহ দেয় না। তারা কোন স্বাধীনতা পায় না। অভিভাবকরা তাদের ঘরে আটকে রাখেন 'নিরাপত্তার' নামে। ছেলেদের 'নিরাপত্তা' নিয়ে কেউ ভাবে না, কেউ উদ্বিগ্ন নন। হলেও খুব কম। বিষয়টি প্রথা হয়ে গেছে। ছেলেদের শরীর নিয়ে সমাজ বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নয়; কিন্তু মেয়েদের শরীর নিয়ে সমাজ খুবই উদ্বিগ্ন এবং এই উদ্বিগ্নতার জন্যই মেয়েদের তথাকথিত 'সতীত্ব' রক্ষার জন্য ঘরে আটকে রাখা হয় কিংবা বোরখা পরানো হয়। ধর্ষণ বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের মতো এত ধর্ষণ সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই ধর্ষণ আর যৌতুকের খবর। যৌতুকের বিরুদ্ধে এত প্রচারণা সত্ত্বেও এদেশের ৯০ ভাগ লোক বিয়েতে যৌতুকের আদান-প্রদান করছে তথাকথিত 'সামাজিকতা'র নামে! রাষ্ট্র নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। রাষ্ট্র দিন দিন রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিস্তার ঘটাচ্ছে। নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে না। পরিবার থেকে মেয়েদের কোন আত্মরক্ষামূলক শিক্ষা দেয়া হয় না যাতে মেয়েরা বিপদে পড়লে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। পুরুষশাসিত মুসলিম সমাজের যাঁতাকলে মেয়েরা পিষ্ট হচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে বহির্মুখী মানসিকতা গড়ে উঠছে না। লিঙ্গবৈষম্যের জন্য আমি সবচেয়ে আগে দায়ী করব পরিবারকে। কারণ পরিবার থেকেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। পরিবার লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ বপন করছে। পরিবার মেয়েদের করছে অন্তর্মুখী এবং ছেলেদের করছে বহির্মুখী। পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নারী এদেশে শিক্ষিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সে শিক্ষাটা কোন কাজে আসছে না। অধিকাংশ নারী পড়ালেখার পর বিয়ে করে গৃহকর্মকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতা কমছে না। বিষয়টি কি ভেবে দেখার নয়? পরিবার, সমাজ; রাষ্ট্রের কি বোধোদয় হবে না?

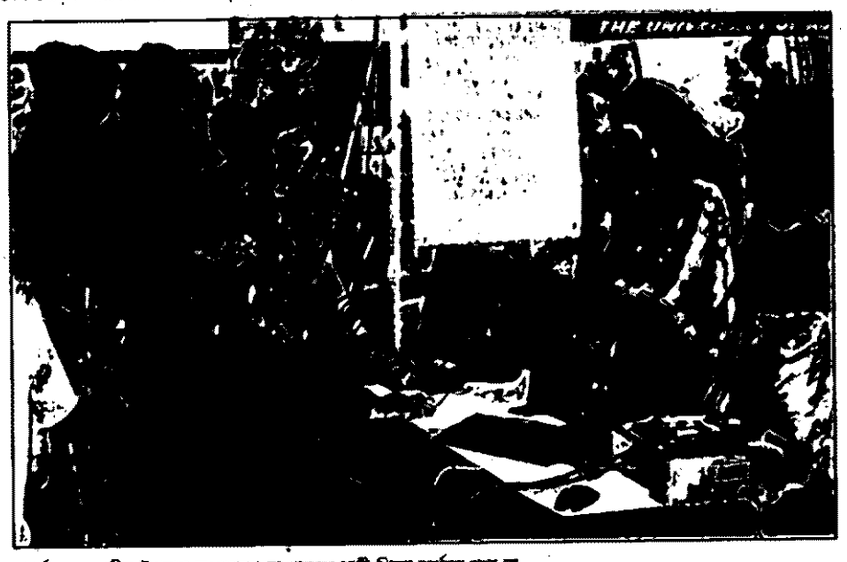

কর্মক্ষেত্রে নারীর উপযুক্ত অংশগ্রহণ না থাকলে নারী শিক্ষা অর্থবহ হবে না

ফাহমিদা মাহবুব, মিরপুর, ঢাকা